



21638 - যবে নারী হায়যেগ্ৰস্ত অবস্থায় মীকাত অতক্ৰিম করছেন কনিতু ইহরাম বাঁধনেরা

প্রশ্ন

আমি উমরা করতে গিয়েছিলাম। মীকাত অতক্ৰিমকালে আমি হায়যেগ্ৰস্ত ছলাম। তাই ইহরাম বাঁধনি। পবত্ৰ হওয়া পর্যন্ত আমি মক্কায় থকেছি। পবত্ৰ হওয়ার পর মক্কা থকে ইহরাম বঁধেছি। এটা কজায়যে হয়ছে? এখন আমি কিকরব কথিবা আমার উপর কী অপরাহিরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“এ কাজটি জায়যে হয়নি। যবে নারী উমরা আদায় করতে চান তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্ৰিম করা জায়যে নয়। এমনকি সবে নারী হায়যেগ্ৰস্ত (মাসকিগ্ৰস্ত) হলওে তনি ইহরাম বাঁধনে। তাঁর ইহরাম সংঘটিতি হবে ও সহহি হবে। দললি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদীয় হজ্জ আদায়রে উদ্দেশ্যে যুল হুলাইফাতে পৌঁছনে তখন আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রী আসমা বনিতবে উমাইস (রাঃ) সন্তান প্রসব করনে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে লোক পাঠান যবে, তনিকিভাবে কিকরবনে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আপনি গোসল করুন, একটিকাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধুন এবং ইহরাম করুন।”

নফিসরে রক্তস্রাব হায়যেরে রক্তস্রাবরে মতই। তাই আমরা হায়যেগ্ৰস্ত নারীকে বলব: আপনি যখন উমরা কথিবা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে মীকাত অতক্ৰিম করবনে তখন গোসল করুন, পট্টি বাঁধুন এবং ইহরাম করুন।

কনিতু, তনি যখন ইহরাম বঁধে মক্কায় পৌঁছবনে তখন পবত্ৰ হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাতে যাবনে না এবং তাওয়াফ করবনে না। উমরা পালনকালে আয়শা (রাঃ) এর যখন হায়যে হল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললনে: “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর। তবে, পবত্ৰ হওয়ার আগে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবনে না।”[এটি সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে রেওয়ায়তে]

সহহি বুখারীর অপর এক রেওয়ায়তে আছে যবে, যখন তনি পবত্ৰ হলনে তখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করছেন। এতে প্রমাণ রয়ছে যবে, কোন নারী যদি হায়যে অবস্থায় হজ্জরে বা উমরার ইহরাম বাঁধনে



অথবা তাওয়াফ করার আগে তার হয়ে শুরু হয় তাহলে তিনি পবিত্র হওয়া ও গোসল করার আগে তাওয়াফ ও সাঈ করবনে না। আর যদি পবিত্র অবস্থাতে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং তাওয়াফ শেষ করার পর হয়ে শুরু হয় তাহলে হয়েগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাকী কাজ চালিয়ে যাবেন: সাঈ করবনে, মাথার চুল কাটবনে এবং উমরা শেষ করবনে। কেননা সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।”